দৈনিক সংবাদ

তারিখ 2 8 AUG 1997
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৮

15

সোয়া কোটি গ্রামবাসীর ১ ইঞ্চিও জমিও নেই, দেশে বর্গাচাষী সাড়ে ৩ কোটি

❑ কৃষিশুমারির প্রাথমিক তথ্য

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ।। বাংলাদেশে গ্রাম এলাকায় প্রায় সোয়া কোটি মানুষের এক ইঞ্চিও নিজস্ব জমি নেই আর চাষাবাদকারীদের মধ্যে বর্গাচাষীর সংখ্যা প্রায় সাড়ে ৩ কোটি। গতকাল বুধবার বিকেলে প্রকাশিত কৃষিশুমারি '৯৬-এর প্রাথমিক রিপোর্টে এ তথ্য পাওয়া গেছে। কৃষি ও খাদ্যমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এবং পরিকল্পনা, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীর গতকাল শেরেবাংলা নগরস্থ এনইসি মিলনায়তনে এক যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে এ রিপোর্ট প্রকাশ করেন। পরিসংখ্যান বিভাগের সচিব ওয়ালিউল ইসলাম এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ডঃ এএমএম শওকত আলী এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

কৃষিশুমারির রিপোর্টে বলা হয়, বর্তমানে সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা এলাকা বাদ দিয়ে শুধুমাত্র গ্রামীণ এলাকায় 'খানা'র সংখ্যা ১ কোটি ৭৫ লাখ ৯০ হাজার। গড়ে প্রতি খানায় ৬ জন হিসেবে মোট গ্রামীণ জনসংখ্যা প্রায় সাড়ে ১০ কোটি।

রিপোর্টে আরো বলা হয়, এই গ্রামীণ জনসংখ্যার মধ্যে প্রায় ৪ কোটি মানুষ (৬৭ লাখ ৩০ হাজার খানা) প্রত্যক্ষভাবে শুধুমাত্র কৃষিশ্রমের উপর নির্ভরশীল। এছাড়া শূন্য দশমিক শূন্য ৫ একর বা এর বেশি জমি আছে এমন 'খানা'র সংখ্যা ১ কোটি ১১ লাখ। আর শূন্য দশমিক শূন্য ৫ একরের চেয়ে কম জমির মালিক এমন 'খানা'র সংখ্যা হচ্ছে ৬৪ লাখ ৭০ হাজার। কৃষিজীবীদের মধ্যে ৫৬ লাখ ৫০ হাজার 'খানা' অন্যের কাছ থেকে জমি ধার নিয়ে চাষাবাদ করে, অর্থাৎ বর্গাচাষী। আর ২১ লাখ ৮০ হাজার 'খানা'র নিজস্ব কোন জমি নেই। রিপোর্টে দেখা যায়, আশির দশকের শুরু থেকে জনশক্তি কৃষি খাত থেকে শহর এলাকার অন্য অকৃষি খাতে চলে যাওয়ার প্রবণতা বেড়েছে। কৃষি খাতের চেয়ে অকৃষি খাতে আয় বৃদ্ধি পাওয়াই এই অভিবাসনের কারণ।

সাংবাদিক সম্মেলনে কৃষি ও খাদ্যমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী বলেন, 'এখনও দেশের জিডিপি'তে কৃষি খাতের অবদান শতকরা ৩৩ ভাগের বেশি এবং দেশের শতকরা ৭০ জন মানুষই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির সঙ্গে যুক্ত। এ কারণে সরকার কৃষির উন্নয়নকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়। আর কৃষি উন্নয়ন কৌশল গ্রহণের জন্য যথাযথ কৃষিশুমারির গুরুত্ব অপরিসীম। তিনি বলেন, সরকার থানা পর্যায়ে ধান ও চাল সংগ্রহের ক্ষেত্রে এসবের জন্য প্রকৃত মূল্য নিশ্চিত করেছে। কৃষকরাও সরকারি ক্রয়মূল্যে সন্তুষ্ট। মতিয়া চৌধুরী এক প্রশ্নের জবাবে জানান, এবার দেশে পাটের বাম্পার ফলন হয়েছে। মুক্তবাজার অর্থনীতির যুগে সরকার পাটের মূল্য নির্ধারণ করে দিতে পারে না। তবে সরকারি প্রতিষ্ঠান বিজেএমসি পাট ক্রয় অভিযান জোরদার করায় পাটচাষীরা তাদের পণ্যের যথাযথ মূল্য পাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

পরিকল্পনা, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও তথ্য ঃ পৃঃ ৭ কঃ ৬

তথ্য ঃ কৃষি শুমারি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পর্যটন প্রতিমন্ত্রী ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীর কৃষি শুমারি পরিচালনার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন।

কৃষিশুমারির রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় যে, বর্তমানে দেশে চাষযোগ্য জমির মোট পরিমাণ হচ্ছে ২ কোটি ২৫ লাখ একর।